Dr. Biswajit Podder

ধ্বনিপরিবর্তন

ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের মূল উপাদান হল ধ্বনি। এই ধ্বনিপরিবর্তনের কারণগুলি হল-

১) ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু: ভাষাবিদদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রুক্ষ জলবায়ু অঞ্চলের ভাষা কর্কশ ও কঠোর হয় (জার্মান, ইংল্যান্ড) আর কোমল জলবায়ু অঞ্চলের ভাষা কোমল ও মধুর হতে বাধ্য (ফরাসী, ইতালি)। অবশ্য ভাষার স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য যে পুরোপুরি ভৌগোলিক প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা সত্য নয়। পশ্চিম ভারতের শূরসেন অঞ্চলের জলবায়ু রুক্ষ হলেও ভাষা সুমধুর Clasical সংস্কৃত।

২) অন্যজাতির ভাষার প্রভাব:

পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ চলিত বাংলায় শিসধ্বনি তিনটির মধ্যে ধ্বনিমূল/মূলধ্বনি = শ, কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'স' এর ব্যাপক প্রভাব কারণ মধ্যযুগ থেকে মুসলমান শাসনের ব্যাপক প্রভাবে (ফারসি প্রভাবে) 'স' এর ব্যবহার বহুল। সেখানকার মূলধ্বনি তাই = স্

৩) উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা: বক্তার উচ্চারণ বা শ্রোতার শ্রবণে ত্রুটি ঘটলে ধ্বনিবিকৃতি হতে পারে। জিহ্বার আড়ষ্টতা বা উচ্চারণশ্রম লাঘবের চেষ্টার কারণেও ধ্বনি বিকৃতি লাভ করতে পারে। যেমন লক্ষ্মী = ল্+অ+ক্+ষ+ম্+ঈ। কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ করি 'ম' বর্জন করে। আবার শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়লে শব্দের অন্যধ্বনিতে কম জোর দিয়ে উচ্চারণ করি। ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন – গামোছা > গামছা। অসাবধানতার কারণেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন সং. বানর > প্রা.বাং বান্দর (দ্ অসাবধানতার জন্য এসেছে)। 'এক কাপ চা' > এক চাপ কা (তাড়াতাড়ি উচ্চারণের জন্য)

৪) শ্রবণের ও বোধের ত্রুটি:

জার্মান Zar. বাঙালির মতে 'জার'। কিন্তু আসলে মূল জার্মান উচ্চারণ হল 'ৎসার'।

৫) সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব: ধ্বনিসৃষ্টি ও ধ্বনিলোপ:

পদ্ম > পদ্দ (দ্ এর প্রভাবে 'ম' উচ্চারণে 'দ' হয়ে গেছে)

আবার বৈদিক সংস্কৃতের ৯-কার ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে প্রায় লোপ পায়। বাংলা ভাষায় যার ব্যবহার একেবারেই নেই। এটি ধ্বনিলোপের উদাহরণ।

ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও সূত্র: A) বহিরঙ্গগত কারণে ধ্বনিপরিবর্তন
B) অন্তরঙ্গ ও অর্থপ্রভাবিত ধ্বনিপরিবর্তন

(A)

বহিরঙ্গগত কারণে ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রগুলি প্রধানত চারটি ধারায় বিভক্ত:

১) ধ্বনির আগম – ক) স্বরধ্বনির আগম খ) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম

ক) স্বরধ্বনির আগম: ইহা চার ভাগে বিভক্ত -

ক) আদি স্বরাগম – স্পৃহা > আস্পৃহা

খ) মধ্যস্বরাগম/স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ: – ভক্তি > ভকতি, গার্ড > গারাদ

গ) অন্ত্যস্বরাগম: বেঞ্চ > বেঞ্চি, ফিল্ট > ফিল্টি

ঘ) অপিনিহিতি: করিয়া > কইর্যা

য-ফলা, ক্ষ, জ্ঞ এর আগে 'ই'-এর আগম ঘটে।

বাক্য > বাইক্ক

খ) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম: ইহা ৩ ভাগে বিভক্ত:

ক) আদি ব্যঞ্জনাগম: (বাংলায় সাধারণত 'র' এর আদিতে আগম ঘটে)
ঋজু > উজু > রুজু

খ) অন্ত্যব্যঞ্জনাগম: (খোকা > খোকন, বাবু > বাবুন

গ) মধ্যব্যঞ্জনাগম/শ্রুতিধ্বনি:
i) 'য়' শ্রুতি: শৃগাল > শিআল > শিয়াল
ii) 'দ' শ্রুতি: বানর > বান্দর
iii) 'ব' শ্রুতি: তাম্র > তম্বর > তম্ব > তাঁবা
iv) 'হ' শ্রুতি: বিপুলা > বেহুলা
v) অন্তস্থ শ্রুতি: যা + আ > যাওয়া

২) ধ্বনির লোপ: ক) স্বরলোপ খ) ব্যঞ্জনলোপ

ক) স্বরলোপ:
i) আদি স্বরলোপ: অলাবু > লাউ (আদি ভিন্ন অন্যত্র শ্বাসাঘাতের কারণে)
ii) মধ্য স্বরলোপ: গামোছা > গামছা (আদিতে শ্বাসাঘাতের কারণে)
iii) অন্ত্যস্বরলোপ: স্বাভাবিক উচ্চারণেই শব্দের শেষে জোর কমে আসার ফলে।
রাশি > রাশ

খ) ব্যঞ্জনলোপ: আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপের উদাহরণ নেই বললেই চলে।
i) তবে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন লোপ পেতে পারে।
সখী > সহি > সই, খড়দহ > খড়দঅ > খড়দা
ii) আনুনাসিক ব্যঞ্জনের লোপ: পঙ্ক > পাঁক
iii) সমাক্ষর লোপ: বড়দাদা > বড়দা
iv) সমবর্ণ লোপ: Krishnanagar > Krishnagar. ('na' বাদ)

৩) ধ্বনির রূপান্তর: এখানে ধ্বনির আগম বা লোপ হবে না কেবল রূপান্তর হবে।
i) অপিনিহিতি: করিয়া > কইর‍্যা > করে
ii) স্বরসঙ্গতি: প্রগত :- মূলা > মূলো, পরাগত :- দেশি > দিশি, মধ্যগত: বিলাতি > বিলিতি, অন্যোন্য: বুনিয়াদ > বোনেদ
iii) ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন: শব্দের কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর হয়ে যায়।
যেমন: ঘর্ম > ঘম্ম > ঘাম

iv) সমীভবন: সমব্যঞ্জনে পরিণত হবার প্রক্রিয়া। যেমন - গল্প > গপ্প.
a) প্রগত: পুন্য > পুন্ন
b) পরাগত: তৎ + জন্য > তজ্জন্য
c) অন্যোন্য: উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস

v) বিষমীভবন : সমধ্বনি > বিষমধ্বনি
চন্দননগর > Chandernagore
ঝিল্লীলিকা > ঝিল্লিল্লিকা (পালি)
চুঁচুড়া > চিনসুরা

vi) ঘোষীভবন ও অঘোষীভবন : বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় = অঘোষধ্বনি
বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, য, র, ল, হ, ড়, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল ঘোষধ্বনি। অঘোষ > ঘোষ = ঘোষীভবন।
উদা: কাক > কাগ
বড় ঠাকুর > বট ঠাকুর (অঘোষীভবন)

vii) মহাপ্রাণীভবন ও অল্পপ্রাণীভবন :
মহাপ্রাণ = বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ, 'হ'। অল্পপ্রাণ = বর্গের অন্যগুলি।
অল্পপ্রাণ > মহাপ্রাণ = মহাপ্রাণীভবন। উদা: স্তম্ভ > থাম
স্বতোমহাপ্রাণীভবন : পুস্তক > পুথি (মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ব্যতীত অল্পপ্রাণ > মহাপ্রাণ)
মহাপ্রাণ > অল্পপ্রাণ = অল্পপ্রাণীভবন। উদা: দুগ্ধ > দুদ, বাঘ > বাগ

viii) কণ্ঠনালীয়ভবন :
ফুসফুসচালিত বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট স্পর্শধ্বনি যদি রুদ্ধস্বরপথ চালিত অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট অন্তঃস্ফোটক ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে বলে অবরুদ্ধ ধ্বনি বা কণ্ঠনালীয়ভবন। যেমন : ভাত > ব'াত (পূর্ববঙ্গের উপভাষায়)

(ix) নাসিক্যীভবন : বন্ধ > বাঁধ
শব্দমধ্যে নাসিক্যব্যঞ্জন না থাকলেও যদি স্বরধ্বনি আপনা আপনি অনুনাসিক হয় তবে তাকে বলে স্বতোনাসিক্যীভবন। যেমন - পুস্তক > পুথি > পুঁথি

x) বিনাসিক্যীভবন : অনেক সময় নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পেলেও শব্দমধ্যে রেশ রেখে যায় না। একে বিনাসিক্যীভবন বলে। যেমন - শৃঙ্খল > শিকল > শেকল।

xi) মূর্ধন্যীভবন : দন্ত্যধ্বনি (ত, থ, দ, ধ) > মূর্ধন্যধ্বনি (ট, ঠ, ড, ঢ, র, ষ)
বিকৃত > বিকট
মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাব ছাড়া দন্ত্যধ্বনি > মূর্ধন্যধ্বনি হলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন বলে।
যেমন : পততি > পড়ই > পড়ে

xii) বিমূর্ধন্যীভবন : যদি কোনো মূর্ধন্যধ্বনি মূর্ধন্য না থেকে দন্ত্যধ্বনি বা অন্য ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে বিমূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন : প্রাণ > প্রান

xiii) তালব্যীভবন : দন্ত্য/অন্য ধ্বনি > তালব্যধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, ই, ঈ)
সন্ধ্যা > সাঁঝ

xiv) উষ্মীভবন : স্পর্শধ্বনি > উষ্মধ্বনি
কালীপূজা > খালিফুজা (চট্টগ্রামের উপভাষায়)

xv) শকারীভবন: স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন > স, শ, জ
আগাপাছতলা > আগাপাসতলা

xvi) রকারীভবন: 'স' > সঘোষ 'জ' এবং পরে 'র' তে পরিনত হয়।
যেমন: পঞ্চদশ > পন্নড়হ > পনর > পনেরো।

xvii) সঙ্কোচন: শ্রমলাঘব বা দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের সব ধ্বনি পূর্ণ ও স্পষ্ট উচ্চারণ না করলে শব্দটি সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হয়। একে ধ্বনির সঙ্কোচন বলে।
যেমন: যা ইচ্ছে তাই > যাচ্ছেতাই।

xviii) প্রসারণ/বিস্ফোরণ: দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য শব্দের নির্দিষ্ট সংযুক্ত ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করা। যেমন পর্তুগীজ পেরা > বাং, পেয়ারা

xix) একীভবন: কোন ধ্বনিম উচ্চারণগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য ধ্বনিমে মিশে গেলে বলা হয় একীভবন। যেমন: সং 'ণ' বাংলায় 'ন' রূপে উচ্চারিত।

xx) বিভাজন: মূলধ্বনি বা ধ্বনিমের যেসব উপধ্বনি থাকে তারা স্বতন্ত্র ধ্বনিমের মর্যাদা লাভ করে কখনো। ফলে একাধিক নতুন ধ্বনিম হয়ে যায়।
যেমন: ড় বসবে = শব্দের অন্ত্যে বা দুটি স্বরধ্বনির মাঝে।
ড বসবে = অন্যান্য ক্ষেত্রে।
শর্তটি উঠে গেছে এখন। 'ড' শব্দের ~~শেষেও~~ বসছে। যেমন - রড্।
ফলে 'ড' 'ড়' এখন আর একই ধ্বনিমের দুটি উপধ্বনি নয়। তারা দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিম।

xxi) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব: কোনো শব্দে জোর দেবার জন্য বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত দিলে তখন স্বরমধ্যস্থ একক ব্যঞ্জন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়। একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব।
যেমন: বড় কষ্ট > বড্ড কষ্ট
কোথাও পাবে না > কোত্থাও পাবে না।

৪) ধ্বনির স্থানান্তর:

ক) বিপর্যাস: বাক্স > বাস্ক (পাশাপাশি ধ্বনির স্থান বিনিময়)

খ) দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস/স্পুনারিজম: (বাক্যের অন্তর্গত দূরস্থ ধ্বনির স্থান বিনিময়)
যেমন: Wasted a whole term > tasted a whole worm

গ) অপিনিহিতি: ইহা স্বরধ্বনির স্থানান্তর একটি প্রক্রিয়া।
করিয়া > কইর‍্যা

৪) ভাষার অন্তরঙ্গ ও অর্থপ্রভাবিত কারণে ধ্বনিপরিবর্তন:

i) সাদৃশ্য: মনে রাখার সুবিধার্থে বা উচ্চারণ বৈষম্য হ্রাস করতে কোনো শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাদৃশ্য শব্দের পরিবর্তন করে নেওয়া বা অনুরূপ নতুন শব্দ গঠন।
টাকার কুবের > টাকার কুবীর > টাকার কুমীর।

বিমিশ্রণ/মিশ্রণ: পর্তুগীজ আনানস > আনারস
শব্দের অংশবিশেষের ভাবানুষঙ্গে নতুন শব্দ মনে এলে অংশবিশেষ স্থানে মূল অংশ বাদ দিয়ে মনে আসা অংশ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন।

জোড়কলম শব্দ: একটি শব্দ/শব্দাংশ + অন্য শব্দ/শব্দাংশ।
যেমন: ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা

সঙ্কর শব্দ: বিভিন্ন ভাষার উপাদান যোগে নতুন শব্দ গঠন। মাষ্টার (ইং) + ই (বাংলা প্রত্যয়) = মাষ্টারী

লোকনিরুক্তি: অশিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যুৎপত্তি।
আর্ম চেয়ার > আরাম কেদারা

শব্দবিভ্রম: অজ্ঞানতাবশত একটি শব্দের বদলে তার কাছাকাছি প্রায় সমধ্বনিযুক্ত অন্য একটি শব্দের ব্যবহার। 'আমার একটি নীতি আছে' অর্থে হবে 'আমার একটি প্রিন্সিপল' আছে। কিন্তু লোকে বলে ফেলে 'আমার একটি প্রিন্সিপ্যাল' আছে।

বিষমচ্ছেদ / নিষ্কাশন: শব্দস্থ উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা বা সঠিক ব্যুৎপত্তি জ্ঞানের অভাবে শব্দের সঠিক অংশ ছেদন না করে ভুলভাবে বিশ্লেষণ ও ভ্রান্ত অংশ নিয়ে নতুন শব্দ গঠন।
God is now here > God is no where.

ভুয়া শব্দ: শব্দের কল্পিত মূল উপাদান + বিভক্তি/প্রত্যয় = নতুন শব্দ যার মূল উৎস ভাষায় ছিলই না। যেমন: 'প্রোথ' ধাতু (সংস্কৃত এর উৎস পাওয়া যায় না)
+ ইত = প্রোথিত

পুনর্গঠন/পূর্বসূরীয় গঠন: কোনো বিদেশী বা নতুন শব্দকে পরিবর্তিত করে নিজের দেশের প্রাচীন ভাষার ছাঁদে নতুন রূপে গড়ে তোলা।
গ্রীক দ্রাখমে > সং দ্রম্য.

সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন: ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তাকে বলে সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন
যেমন: সংস্কৃত পততি > বাংলা পড়ে (Falls)
সংস্কৃত পঠতি > বাংলা পড়ে (reads)
পততি, পঠতি ধ্বনিপরিবর্তনে একই রূপ লাভ 'পড়ে'।

বিমুখ ধ্বনি পরিবর্তন: ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে বলে বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন।
যেমন: ভণ্ড > ভান ও ভাঁড়
চিত্র > চিতা ও চিত্তির

* দুটি শব্দের একই রূপ = যমক (পড়ে = reads, পড়ে = falls)
* তিনটি " " = ত্রিক (কর = উপাধি/ তুই কর/ হাত)
* তিনের বেশী " " = গুচ্ছক (কড়া = কঠিন/পায়ের কড়া/রান্নার কড়া/ দরজার রিং)